যুগান্তর

তারিখ ... 26 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2 ...

এমপিওভুক্তির জালিয়াতি

অনলাইন পদ্ধতির এই হাল কেন?

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও (মাস্থলি পেমেন্ট অর্ডার) সংক্রান্ত কাজে যে দুর্নীতি চলছে, তা যুগান্তরের প্রতিবেদন থেকে জানার পর হাত আপনাআপনি মাথায় উঠে যায়। বেতনের কোড পরিবর্তন, এমপিওভুক্তি, সহকারী অধ্যাপক স্কেল, উচ্চতর বেতন স্কেল, নাম-বয়স সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রসহ অন্য অনেক বিষয়ে দুর্নীতির জালের বিস্তার ঘটেছে। সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটগুলো এসব দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পর গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ৮৯৪টি কোড (বেতন উচ্চতর স্কেলে রূপান্তর) পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো এমপিও প্রদানসংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন করেনি। ঘুষপ্রাপ্তির পর জালিয়াত চক্র ওয়েবসাইটে এমপিওপ্রাপ্তির তথ্য আপলোড করে এবং এরপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া শুরু করে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এমপিওভুক্তিসংক্রান্ত কার্যাবলী অনলাইনভিত্তিক করার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা ব্যর্থ হয়েছে, দুর্নীতি কমেনি বরং বেড়েছে। এই দুর্নীতি বিস্তারিত হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত।

মাউশির কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের নিশ্চয়ই পাসওয়ার্ড রয়েছে এবং তা সবার জানার কথা নয়। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, যে বা যারা অনলাইন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাদের সঙ্গে অসাধু সিন্ডিকেটগুলোর যোগসাজশ রয়েছে। তদন্তেও প্রকাশ পেয়েছে, ইএমআইএস সেল থেকেই অপকর্মগুলো হচ্ছে। এই সেলের একজনকে নাকি সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইএমআইএস সেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকেই তো সব তথ্য জানা সম্ভব এবং সে মোতাবেক দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে কেন? ২০১৩ সালেও এমপিও জালিয়াতির বড় ঘটনা ধরা পড়েছিল। তখন গঠিত একটি কমিটি তার ৮৭ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল, এমপিও ক্ষেত্রে দুর্নীতি শিক্ষা ভবন থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছিল তা আমরা জানি না। এবং এখন যখন অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম চলছে, তখন নতুন মাত্রার যে দুর্নীতি শুরু হয়েছে, তার প্রতিকারেরই বা কী উপায় ঠিক করা হচ্ছে?

এমপিওভুক্তি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবনে একটি বড় বিষয়। নতুন এমপিওভুক্তি ও উচ্চতর বেতন স্কেল শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর তাই তারা যে কোনো উপায়ে এই সুবিধা পেতে ইচ্ছুক। আর সে কারণেই গড়ে উঠেছে দুর্নীতিবাজ জালিয়াত চক্র। টাকার বিনিময়ে তারা অভিনব পদ্ধতিতে অবৈধভাবে এমপিও পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। কথা হচ্ছে, মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা ভবনের বড় কর্তারা কী করেন? অনলাইনে যেসব তথ্য আপলোড করা হচ্ছে, সেগুলো যাচাই-বাছাই করার কি কোনো নিয়ম নেই? কিছু দুর্নীতিবাজ ইতিমধ্যেই শনাক্ত হয়েছে। আমরা চাইব, এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ৮৯৪টি কোড পরিবর্তনের যে ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে দুদক তদন্ত করছে বলেও জানা গেছে। দুদকের তদন্ত শেষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেগুলার মামলা দায়ের করতে হবে। অভিযোগ রয়েছে, মাউশির ৯টি অঞ্চল, ৬৪ জেলা শিক্ষা অফিস ও প্রতি উপজেলার শিক্ষা অফিসের কোনো কোনো কর্মকর্তাকে খুশি করতে না পারলে এমপিওভুক্তিসহ অন্য কোনো কাজই সম্পন্ন হয় না। এটাই বা কেমন কথা! তথ্য যাচাইয়ের নামে ফাইল আটকে রাখার যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেই নিয়ম থেকে এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রটাও মুক্ত নয়। এসব অনিয়ম ও সব ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবন তৎপর হবে— এটাই প্রত্যাশা।